COAST Coastal Association for Social Transformation Trust

জেলে বার্তা

www.coastbd.net

COAST has Special Consultative Status with the UN ECOSOC

ইউএসএআইডি এর অর্থায়নে ,ইকোফিস,ওয়াল্ডফিস বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া এবং বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তরের সহায়তায়, কোস্ট ইকোফিশ প্রকল্প ভোলা থেকে পরিচালিত ভোলা জেলার মনপুরা,দৌলতখাঁন,ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন,তজুমদ্দিন,লালমোহন ও চরফ্যাসন উপজেলার ইকোফিশ কর্মসূচির মাসিক বুলেটিন।

৪য় বর্ষ, ২৬তম সংখ্যা | এপ্রিল- ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ | বৈশাখ -১৪২৫ বঙ্গাব্দ

গ্রামে মৎস্য ব্যবস্থাপনা কমিটি (FMC) এর সমন্বয় সভা

কোস্ট ট্রাস্ট এর বাস্তবায়নাধিন ইকোফিশ-বাংলাদেশ প্রকল্প এর মাধ্যমে এই মৎস্য ব্যবস্থাপনা কমিটি (FMC) গঠন করা হয়। যার লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মাধ্যমে নদীর পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করা এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম সচল রাখা।

ইকোফিশ প্রকল্পের কর্ম এলাকায় প্রতিটি গ্রামে গঠিত ইলিশ সংরক্ষণ দল (HCG), কমিউনিটি সঞ্চয়ী দল (CSG), কমিউনিটি ফিশ গার্ড (CFG), ইলিশ ঘাট দল (HGG), স্থানীয় সরকারের সদস্য এবং সুশীল সমাজের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিতে এই মৎস্য ব্যবস্থাপনা কমিটি (FMC) কমিটি নদীর পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র রক্ষা এবং নদ-নদীর মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। গ্রাম ভিত্তিক এসব মৎস্য ব্যবস্থাপনা কমিটি (FMC) হবে নদী সম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার একটি বিস্তৃত মাধ্যম। এখানে স্থানীয় সরকারের সদস্য, সুশীল সমাজের সদস্য এবং স্থানীয় নদী সম্পদ ব্যবহারকারী জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। এটি নারী ও জেলে সম্প্রদায় সহ সকল গ্রামবাসীকে মৎস্য সম্পদ রক্ষায় আলোচনা, সমালোচনা ও সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম উত্থাপন করার সুযোগ করে দেবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডি (USAID) এর আর্থিক সহায়তায় এবং ওয়ার্ল্ডফিশ ও মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে ইকোফিশ-বাংলাদেশ প্রকল্প পদ্মা-মেঘনা নদী ও এর অববাহিকায় অবস্থিত নদ-নদীর মৎস্য সম্পদ ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় কাজ করছে। প্রকল্পটি বিগত কয়েক বছর যাবত দক্ষিণাঞ্চলের ভোলা জেলার জেলেদের নিয়ে ইলিশ সংরক্ষণ দল (HCG) গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদ-নদীর মৎস্য সম্পদ ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা বিষয়ে জেলেদের সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে জেলেরা বর্তমানে নদীর মৎস্য সম্পদ বিশেষ করে ইলিশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নদীর মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির পাশাপাশি মৎস্য অভয়াশ্রমগুলোতে পরিবেশ বান্ধব ও জীবিকা সহায়ক মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য জেলেসহ নদীর মৎস্য সম্পদের উপর নিভ্রশীল জনগোষ্ঠীর আরো বৃহত্তর পরিসরে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই প্রকল্প এলাকায় একেকটি গ্রামের সকল ইলিশ সংরক্ষণ দল (HCG)-কে একত্রিত করে মাছ ধরা ও বিক্রয় সহ অন্যান্য কাজে নিয়োজিত সকলকে নিয়ে ১৯ (উনিশ) টি গ্রামভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কমিটি (FMC) গঠন করা হয়েছে।

ইউনিয়ন সহ- ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

কোস্ট ট্রাস্ট এর বাস্তবায়নাধিন ইকোফিশ-বাংলাদেশ প্রকল্প এর মাধ্যমে এই ইউনিয়ন সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। যার লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় মৎস্যজীবি, সরকার ও স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একত্রিত ভাবে নদীর পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করা এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম সচল রাখা।

ইকোফিশ প্রকল্পের কর্ম এলাকায় প্রতিটি গ্রামে গঠিত ইলিশ সংরক্ষণ দল (HCG), কমিউনিটি সঞ্চয়ী দল (CSG), কমিউনিটি ফিশ গার্ড (CFG), ইলিশ ঘাট দল (HGG), স্থানীয় সরকারের সদস্য এবং সুশীল সমাজের

সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিতে এই ইউনিয়ন সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি নদীর পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র রক্ষা এবং নদ-নদীর মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ইউনিয়ন ভিত্তিক এসব ইউনিয়ন সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি হবে নদী সম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার একটি বিস্তৃত মাধ্যম। এখানে স্থানীয় সরকারের সদস্য, সুশীল সমাজের সদস্য এবং স্থানীয় নদী সম্পদ ব্যবহারকারী জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। এটি নারী ও জেলে সম্প্রদায় সহ সকল গ্রামবাসীকে মৎস্য সম্পদ রক্ষায় আলোচনা, সমালোচনা ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম উত্থাপন করার সুযোগ করে দেবে। ভোলা জেলায় ইকোফিশ বাংলাদেশ প্রকল্পের মাধ্যমে দৌলতখান উপজেলা মেদুয়া ইউনিয়নে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিউনিটি ফিশ গার্ড (CFG) এর মাধ্যমে সহ- ব্যবস্থাপনা এলাকায় টহল কার্যক্রম

কোস্ট ট্রাস্ট এর বাস্তবায়নাধিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডি (USAID) এর আর্থিক সহায়তায় এবং ওয়ার্ল্ডফিশ ও মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে ইকোফিশ-বাংলাদেশ প্রকল্প পদ্মা-মেঘনা নদী ও এর অববাহিকায় অবস্থিত নদ-নদীর মৎস্য সম্পদ ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় কাজ করছে। প্রকল্পটি বিগত কয়েক বছর যাবত দক্ষিণাঞ্চলের ভোলা জেলার ইকোফিশ প্রকল্পের কর্ম এলাকায় প্রতিটি গ্রামে গঠিত ইলিশ সংরক্ষণ দল (HCG), কমিউনিটি সঞ্চয়ী দল (CSG), ইলিশ ঘাট দল (HGG), থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে কমিউনিটি ফিশ গার্ড (CFG) এইদের কাজ হচ্ছে অভয়আশ্রম এলাকায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময়ে জেলেরা যাতে নদীতে না যায় তার জন্য তাদেকে বুঝানো এবং নদী নির্দষ্ট কিছু স্থানে দল বেধে ইলিশ রক্ষায় পাহাড়া বা টহল দেওয়া যাতে নদ-নদীর মৎস্য সম্পদ ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা পায়। ভোলা সদর উপজেলো সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিক্ষামূলক ভাবে চর ইলিশ থেকে ভেলা খালে মাথ এলাকায় ৪২(বিয়াল্লিশ) জন কমিউনিটি ফিশ গার্ড (CFG) এর মাধ্যমে এই কার্যবক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকাশ থাকে ভোলার তেতুলিয়া ও মেঘনা নদীতে অভয়াশ্রম এলাকায় আগামী ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দুই মাস সকল ধরনের মাছ ধরা, ক্রয়, বিক্রয় ও পরিবহণ নিষিদ্ধ। মৎস্য আইন ১৯৫০ অনুযায়ি এই সময় মাছ ধরা, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় আইনত দন্ডণীয় অপরাধ। এ আইন অমান্যকারীর সকল ধৃত মাছ এবং মাছ ধরার উপকরণ বাজেয়াপ্ত করা যাবে। আইন অমান্যকারীকে কমপক্ষে একবছর হতে দুই বছর পর্যন্ত জেল অথবা সর্বোচ্চ ৫০০০(পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত করা যাবে।

ইলিশ সংরক্ষণ দলের মাসিক সভা

এইচসিজির সদস্যরা তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দলের মধ্যে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি মাসে দলগত শিখন ও মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় ইলিশ সংরক্ষণ দল (HCG) সদস্যরা তাদের বিভিন্ন ধরনের আলোচনা করেন তার মধ্যে এপ্রিল মাসে এইচ সি জি সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "সরকারের ইলিশ মাছ ব্যবস্থাপনা কর্ম-পরিকল্পনা, উদ্ভুত সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের উপায় ,জাটকা সংরক্ষণে সরকারি বিধিমালা ,জাটকা সংরক্ষণে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ, ইলিশ উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব"

ইলিশ সংরক্ষণ দল (HCG) দলের সকল সদস্য মৎস্য আইন মেনে চলবে। দলের সকল সদস্য ইলিশ সহ নদীর অন্যান্য সম্পদের সুষ্ঠ সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মাছ ধরা ছাড়া বিকল্প আয়ের পথ খুজে বের করবে এবং তা বাস্তবায়ন করবে বলে আলোচনা করেন এবং কিছু কিছু বিষয় বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এ ছাড়া কাজটি কে কখন করবেন তার জন্য পরিকল্পনা তৈরী করেন। চলতি মাসে ২৩ টি গ্রামে ৬৮ টি দলে ৬৮ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মোট ২,১১০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন,যার মধ্যে ১,০৮৮ জন নারী ও ১,০২২ জন পুরুষ অংশগ্রহন করেন।

কমিউনিট সঞ্চয় দলের মাসিক সভা

সিএসজি সদস্যরা তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দলের মধ্যে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি মাসে সভায় মিলিত হন। সভায় তারা তাদের বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং কিছু কিছু বিষয় বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন এবং কাজটি কে কখন করবেন তার জন্য পরিবল্পনা তৈরী করেন। চলতি মাসে ৩৫টি গ্রামে ৩৫টি দলে ৩৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মোট ৯৮৯ জন নারী অংশগ্রহন করেন।

বিতরণ কৃত এ আই জি এ সহায়ক উপকরণ

কোস্ট ইকোফিশ প্রকল্পের এইচ সি জি সদস্যদের মাঝে বিতরণ ক্রত সবজির বীজ এর উপরে জরিপ পরিচালনা করা হয় সেখানে দেখা যায় যে প্রতিটি পরিবার তাদের উৎপাদিত সবজি বিক্রি করতে না পারলেও চার থেকে পাঁচশত টাকার শাক-সবজি খেতে ও স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করতে পেরেছে।

এই প্রকাশনাটি প্রস্তুতকরনে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন ইকোফিশ প্রকল্পের সকল সহকর্মী ।

প্রয়োজনে আরো তথ্য ও যোগাযোগ:
মোঃ জহিরুল ইসলাম
প্রকল্প সমন্বয়কারি
কোস্ট ট্রাস্ট, মোবাইল: ০১৭১৩-৩২৮৮৩১
Email: jahirul.coast@gmail.com
www.coastbd.net